

NTRCA Lecturer and Assistant Teacher Subject Wise Notes**SSC 1st Chapter****কৃষি প্রযুক্তি**

- মূলত যে প্রক্রিয়ায় কৃষিকাজ করা হয় তাই হচ্ছে- কৃষি প্রযুক্তি।
- ফসল উৎপাদন পুরোপুরি নির্ভরশীল- মাটির বৈশিষ্ট্যের উপর।
- ফসল উৎপাদনের অন্যতম মাধ্যম- মাটি।
- পানি ও পুষ্টির প্রাকৃতিক উৎস- মাটি।
- কৃষকের ভাষায়, ভূ-পৃষ্ঠের ১৫-১৮ সেমি গভীর স্তরকে বলা হয়- মাটি
- ধান চাষের জন্য উত্তম- এঁটেল ও এঁটেল দোআঁশ মাটি।
- আদর্শ মাটি বলা হয়- দোআঁশ মাটিকে।
- বাংলাদেশে গমের চাষ ভালো হয়- উত্তরাঞ্চলে।
- বাংলাদেশের কৃষি পরিবেশ অঞ্চল- ৩০টি।
- মাটির গঠন ও প্রকৃতি অনুযায়ী কৃষি পরিবেশ অঞ্চল বিভক্ত- ৫ ভাগে।
- কৃষির সব ধরনের কাজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো-জমি প্রস্তুতি।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বীজতলায় চারা উৎপাদন করতে হয়- ধান ফসলের।
- আলু চাষের জন্য উত্তম মাটি- বেলে ও বেলে দোআঁশ।
- জমি প্রস্তুতির প্রথম ধাপ- ভূমি কর্ষণ।
- মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়- ভূমি কর্ষণের মাধ্যমে।
- মুলা চাষের জন্য জমি চাষ দিতে হয়- ১৬টি।
- তুলা চাষের জন্য জমি চাষ দিতে হয়- ৮টি।
- ধান চাষের জন্য জমি চাষ দিতে হয়- ৪টি।
- বিনা চাষে উৎপাদন করা যায়- পান, ডাল, ভুট্টা ইত্যাদি।
- জমি চাষে বিবেচ্য বিষয়- ৪টি।
- মাটির উপরিভাগ হতে মাটির কণা চলে যাওয়া হলো- ভূমিক্ষয়।
- একস্থানের মাটি ক্ষয় হয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থানে জমা হয়- ভূমিক্ষয় প্রক্রিয়ায়।
- প্রাকৃতিক ও মনুষ্য কর্তৃক এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়- ভূমিক্ষয়কে।
- যেসব স্থানে জৈব পদার্থের পরিমাণ একেবারেই কম সেসব স্থানে দেখা যায়- বাত্যাঞ্জনিত ভূমিক্ষয়।
- প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয়ের কারণগুলো হলো- বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহ।
- আন্তরণ ভূমিক্ষয় বেশি হয়- ঢালু ভূমিতে।
- মাটিতে লব্ধাকৃতির রেখা তৈরি হয়- রিল ভূমিক্ষয়ে।
- রিল ভূমিক্ষয় থেকে উদ্ভব হয়- নালা বা গালি ভূমিক্ষয়।
- পাহাড়ের ঢালে আড়াআড়ি সমন্বিত লাইনে চাষ করা হয়-কন্টোর পদ্ধতিতে।
- চিনাবাদাম ও ডালের বিভিন্ন জাত চাষের মাধ্যমে রোধ করা যায়- ভূমিক্ষয়।
- বীজ উৎপাদন, শুকানো, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ করাই। হলো- বীজ সংরক্ষণ
- পরবর্তী মৌসুমের জন্য বীজ সংরক্ষণে আর্দ্রতা রাখতে হবে-১২% বা এর নিচে।
- জমি থেকে ফসল কাটার আর্দ্রতা থাকে- ১৮-৪০%
- বীজ শুকানোর পদ্ধতি- ২টি।
- বীজের পরিমাণ, আর্দ্রতার মাত্রা, বাতাসের তাপমাত্রা ও গতি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে-বীজ শুকানোর সময়।
- বেশি তাপমাত্রায় বীজ শুকালে হ্রাস পায়- বীজের জীবনীশক্তি ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা।

- নমুনা বীজের শতকরা কতটি বীজ গজায় তা বের করার পদ্ধতিকে বলে- বীজের অঙ্কুরোদগম।
- আর্দ্রতার শতকরা হার নির্ণয়ের সূত্র- নমুনা বীজের ওজন -নমুনা বীজ শুকানোর পর ওজন/
- নমুনা বীজের ওজন $\times 100$
- বীজের গুণগতমান ও জীবনীশক্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে করা হয়-বীজ সংরক্ষণ।
- গোলা, ডোল, মটকা, চটের বস্তা ব্যবহৃত হয়- বীজ সংরক্ষণে।
- মাছ চাষকে লাভজনক করতে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি মাছকে বাইরে থেকে দেয়া হয়- সম্পূরক খাদ্য।
- আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষে খাদ্য খাতে খরচ হয়- ৬০ ভাগ।
- ছত্রাক বা পোকা-মাকড় জন্মাতে পারে সংরক্ষিত খাদ্যের আর্দ্রতা- ১০% এর বেশি হলে।
- খাদ্যে ছত্রাক ও পোকামাকড় জন্মায় বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা- ৬৫% এর বেশি হলে।
- খাদ্যে পোকামাকড় খুব ভালো জন্মাতে পারে- ২৬-৩০০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায়।
- সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে নষ্ট হয় খাদ্যের- ভিটামিন। সবুজ খেসারি, মাসকলাই উপযোগী- হে তৈরিতে।
- হে তৈরিতে ঘাসে আর্দ্রতা রাখা হয়- ১৫-২০%।-ভুট্টা, নেপিয়ার, গিনি ঘাস উপযোগী- সাইলেজ তৈরির জন্য।
- সাইলেজ তৈরির জন্য ঘাস কাটতে হয়- ফুল আসার সময়।
- উদ্ভিদভোজী মাছ হলো-গ্রাসকার্প ও সরপুঁটি।
- মাছের সম্পূরক খাদ্য উপাদানকে উৎসের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়- ২ ভাগে।
- FCR এর পূর্ণরূপ হলো- Food conversion Ratio.

- আঙ্গুলে পোনার জন্য সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হয় দেহের ওজনের- ৫-১০% হারে।
- ১ কেজি মাছ উৎপাদনে যত কেজি খাবার খাওয়াতে হয় তাই- খাদ্য রূপান্তর হার।
- ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক তৈরিতে ইউরিয়া প্রয়োজন- ৯০ গ্রাম।
- মাছের বৃদ্ধি কম হয়- নভেম্বর ডিসেম্বর।
- প্রতি ১০ বর্গমিটার পুকুর থেকে দৈনিক অ্যালজি উৎপাদন করা যাবে- ৫০ লিটার।
- মিস্ক রিপ্রেসার তৈরিতে স্কিম মিস্ক প্রয়োজন- শতকরা ৬৫ ভাগ।
- কাফ স্টার্টার তৈরি করতে ভুট্টা প্রয়োজন হয়- শতকরা ৩০ ভাগ।

ভাইভার জন্য পড়ুন

প্রশ্ন-১. কৃষি প্রযুক্তি কী?

উত্তর: কৃষিকাজ করার জন্য যেসব ধারণা, পদ্ধতি, যন্ত্র বা জিনিসপত্র ব্যবহার করা হয়, সেগুলোই হচ্ছে কৃষি প্রযুক্তি অর্থাৎ বিভিন্ন ফসলের উচ্চফলনশীল জাত, বিরূপ অবহাওয়া সহনশীল জাত, বিভিন্ন ধরনের চাষ পদ্ধতি, বিভিন্ন প্রযুক্তি যেমন- ট্রাক্টর, সবুজ সার ইত্যাদি কৃষি প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন-২. ফসল কী?

উত্তর: মানুষ তার প্রয়োজনে যেসব উদ্ভিদ চাষ করে তাদেরকে অর্থাৎ অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ হলো ফসল।

প্রশ্ন-৩. মাটি কাকে বলে?

উত্তর: যেখানে ফসল জন্মায়, বন সৃষ্টি হয় এবং গবাদিপশু বিচরণ করে তাকে মাটি বলে।

প্রশ্ন-৪. কৃষকের ভাষায় মাটি কী?

উত্তর: কৃষকের ভাষায় ভূ-পৃষ্ঠের ১৫-১৮ সেমি গভীর স্তরই হলো মাটি।

প্রশ্ন-৫. ফসল উৎপাদনের অন্যতম মাধ্যম কী?

উত্তর: ফসল উৎপাদনের অন্যতম মাধ্যম হলো মাটি।

প্রশ্ন-৬. বাদাম কোন ধরনের মাটিতে ভালো জন্মে?

উত্তর: বাদাম বেলে বা বেলে-দোআঁশ মাটিতে ভালো জন্মে।

প্রশ্ন-৭. গম কোন মাটিতে ভালো জন্মে?

উত্তর: দোঁআঁশ থেকে পলি দোঁআঁশ প্রকৃতির মাটিতে গম ভালো জন্মে।

প্রশ্ন-৮. গম চাষের উপযুক্ত সময় কখন?

উত্তর: গম চাষের উপযুক্ত সময় হলো নভেম্বর মাসের প্রথম থেকে শেষ তারিখ পর্যন্ত।

প্রশ্ন-৯. গম চাষের জন্য মাটির pH কত হওয়া উচিত?

উত্তর: গম চাষের জন্য মাটির pH ৬.০ থেকে ৭.০ হওয়া উচিত।

প্রশ্ন-১০. ধান গাছ কী ধরনের মাটি পছন্দ করে?

উত্তর: ধান গাছ এঁটেল মাটি বা এঁটেল দোআঁশ মাটি পছন্দ করে।

প্রশ্ন-১১. আলু চাষের ক্ষেত্রে কোন মাটি উপযোগী?

উত্তর: আলু চাষের ক্ষেত্রে দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি উপযোগী।

প্রশ্ন-১২. কৃষি পরিবেশ অঞ্চল কী?

উত্তর: মাটির বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ মাটির শ্রেণি, জৈব পদার্থের মাত্রা, পটাশজাত খনিজের মাত্রা, অম্লমান মাত্রা ও মাটির বন্ধুরতা অনুযায়ী বাংলাদেশকে যে ৩০টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেগুলোই হলো কৃষি পরিবেশ অঞ্চল।

প্রশ্ন-১৩. কীসের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে?

উত্তর: মাটির প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশকে ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন-১৪. মাটির অম্লমান (pH) কাকে বলে?

উত্তর: মাটিতে উপস্থিত হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্বের ঋণাত্মক লগারিদমকে মাটির অম্লমান বলে।

প্রশ্ন-১৫. মাটির অম্লত্ব-ক্ষারকত্বের মাত্রা কত হলে গোল আলু ভালো জন্মে?

উত্তর: মাটির অম্লত্ব-ক্ষারকত্বের মাত্রা ৬.০ থেকে ৭.০ হলে গোল আলু ভালো জন্মে।

প্রশ্ন-১৬. দোআঁশ মাটিতে জৈব পদার্থের মাত্রা কত?

উত্তর: দোআঁশ মাটিতে জৈব পদার্থের মাত্রা অল্প থেকে মাঝারি।

প্রশ্ন-১৭. পাহাড়ি জমির pH কত?

উত্তর: পাহাড়ি জমির pH মাত্রা ৫-৫.৭।

প্রশ্ন-১৮. জমি চাষ কাকে বলে?

উত্তর: ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতির সাহায্যে জমির উপরের স্তরের মাটি আলগা করাকে জমি চাষ বলে।

প্রশ্ন-১৯. মাটির জো কী?

উত্তর: বৃষ্টি বা সেচের পর মাটি যদি ভেজা বা শুকনো নয় এমন অবস্থা হয় এবং হাতের আঁচড় কাটলে বুরবুরে হয়ে যায় তাহলে এ অবস্থা ই। হলো মাটির জো।

প্রশ্ন-২০. কৃষিকাজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি?

উত্তর: কৃষিকাজের মধ্যে জমি প্রস্তুত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-২১. বর্তমানে কীভাবে সহজে ভেজা মাটিকে কাদা করা যায়?

উত্তর: বর্তমানে পাওয়ার টিলারের সাহায্যে রটোভেটর লাগিয়ে সহজে ভেজা মাটিকে কাদা করা যায়।

প্রশ্ন-২২. জমি প্রস্তুতির প্রথম ধাপ কী?

উত্তর: জমি প্রস্তুতির প্রাথমিক ধাপ হলো ভূমি কর্ষণ।

প্রশ্ন-২৩. ভূমি কর্ষণ কী?

উত্তর: ভূমি কর্ষণ হলো ফসল ফলানোর জন্য জমির মাটিকে খুঁড়ে বা আঁচড়ে আগাছামুক্ত, নরম, আলগা ও ফুরফুরা করার প্রক্রিয়া।

প্রশ্ন-২৪. কর্ষণ কী?

উত্তর: কর্ষণ হচ্ছে ফসল ফলানোর জন্য জমির মাটি যন্ত্রের সাহায্যে খুঁড়ে আলগা করা।

প্রশ্ন-২৫. বৃষ্টিপাত কম হলে মাটিতে কীসের অভাব ঘটে?

উত্তর: বৃষ্টিপাত কম হলে মাটিতে আর্দ্রতার অভাব ঘটে।

প্রশ্ন-২৬. অনিবিড় শস্য চাষের জমিতে কী রকম চাষের দরকার পড়ে?

উত্তর: অনিবিড় শস্য চাষে জমিতে গভীর চাষের দরকার পড়ে।

প্রশ্ন-২৭: ভূমিক্ষয় কী।

উত্তর: অতিবৃষ্টি, ঝড়-বাতাস, ঘূর্ণিঝড়, নদীর স্রোত, চাষাবাদ ইত্যাদি কারণে জমির মাটির উপরিভাগ হতে মাটির কণা চলে যাওয়াই হচ্ছে ভূমিক্ষয়।

প্রশ্ন-২৮: কখন থেকে ভূমিক্ষয় শুরু হয়?

উত্তর: ভূ-সৃষ্টির শুরু থেকেই ভূমিক্ষয় শুরু হয়।

প্রশ্ন-২৯: ভূমিক্ষয় কয় প্রকার?

উত্তর: ভূমিক্ষয় দুই প্রকার।

প্রশ্ন-৩০: আস্তরণ ভূমিক্ষয় কাকে বলে?

উত্তর: বৃষ্টির পানি উঁচু স্থান থেকে ঢাল বেয়ে জমির নিচের দিকে নামার সময় মাটির আস্তরণের মতো মাটির স্তর ফেটে যাওয়াকে আস্তরণ ভূমিক্ষয় বলে।

প্রশ্ন-৩১: রিল ভূমিক্ষয় কী?

উত্তর: রিল ভূমিক্ষয় হলো বৃষ্টিপাতজনিত ভূমিক্ষয় এবং এ ভূমিক্ষয়ের ফলে জমির ঢাল বরাবর নালা করে মাটি ফেটে যায়।

প্রশ্ন-৩২: নালা বা গালি ভূমিক্ষয় কাকে বলে?

উত্তর: দীর্ঘকাল ধরে রিল ভূমিক্ষয়ের ফলে ছোট ছোট নালাগুলো দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বৃদ্ধি পেয়ে নর্দমা বা ছোট নদীর মতো পরিণত হয় যাকে নালা বা গালি ভূমিক্ষয় বলে।

প্রশ্ন-৩৩: বৃষ্টিপাতজনিত ভূমিক্ষয় কয় প্রকার?

উত্তর: বৃষ্টিপাতজনিত ভূমিক্ষয় ৪ প্রকার।

প্রশ্ন-৩৪: বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে কীরূপ ভূমিক্ষয় দেখা যায়?

উত্তর: বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে নালা বা গালি ভূমিক্ষয় দেখা যায়।

প্রশ্ন-৩৫: বাত্যাভিনিত ভূমিক্ষয় কী?

উত্তর: গতিশীল বায়ু প্রবাহ কর্তৃক এক স্থানের মাটি অন্যত্র বয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াই হলো বাত্যাভিনিত ভূমিক্ষয়।

প্রশ্ন-৩৬: কন্টোর পদ্ধতি কাকে বলে?

উত্তর: পাহাড়ের ঢালে আড়াআড়ি সমন্বিত লাইনে জমি চাষ করাবে কন্টোর পদ্ধতি বলে।

প্রশ্ন-৩৭: ক্ষেত থেকে কাটা ফসলে শতকরা কতভাগ আর্দ্রতা থাকে?

উত্তর: ক্ষেত থেকে কাটা ফসলে শতকরা ১৮ থেকে ৪০ ভাগ আর্দ্রতা থাকে।

প্রশ্ন-৩৮: উত্তম বীজের আর্দ্রতা কত শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা হয়?

উত্তর: উত্তম বীজের আর্দ্রতা ১২ শতাংশের নিচে থাকা আবশ্যিক।

প্রশ্ন-৩৯: বীজ সংরক্ষণ কী?

উত্তর: বীজের উৎপাদন, শুকানো, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ, বিপণন ইত্যাদি যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই হলো বীজ সংরক্ষণ।

প্রশ্ন-৪০: নমুনা বীজ কী?

উত্তর: বীজের উৎপাদন করার পর উৎপাদিত বীজের গুণমান পরীক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করে যে নমুনা সংগ্রহ করা হয় তাঁকে নমুনা বীজ বলে।

প্রশ্ন-৪১: বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কী?

উত্তর: ফসল কাটার পর ফসলের দানাকে বীজে পরিণত করা এবং পরবর্তী সময়ে বপনের পূর্ব পর্যন্ত বীজের উন্নতমান ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাকে বজায় রাখার জন্য বীজের সর্বপ্রকার পরিচর্যা করাই হলো বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ।

প্রশ্ন-৪২: বীজের আর্দ্রতা নির্ণয়ের সূত্রটি লেখো।

উত্তর: বীজের আর্দ্রতা নির্ণয় করা বীজ সংরক্ষণ ও গুণগত মান বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বীজে বিদ্যমান পানির পরিমাণকেই বীজের আর্দ্রতা বলা হয়। বীজের আর্দ্রতা নির্ণয়ের জন্য প্রথমে নির্দিষ্ট পরিমাণ নমুনা বীজের ওজন নেওয়া হয়, এরপর বীজগুলো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় শুকিয়ে পুনরায় ওজন করা হয়। শুকানোর আগের বীজের ওজন থেকে শুকানোর পরের বীজের ওজন বিয়োগ করলে বীজে থাকা পানির পরিমাণ পাওয়া যায়। এই পার্থক্যকে শুকানোর আগের মোট বীজের ওজন দ্বারা ভাগ করে ১০০ দিয়ে গুণ করলে বীজের আর্দ্রতার শতকরা হার নির্ণয় করা যায়। এই পদ্ধতিতে নির্ণীত আর্দ্রতার মান বীজের সংরক্ষণকাল ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-৪৩, বীজের জীবনীশক্তি কী?

উত্তর: প্রতিকূল অবস্থায় বীজ থেকে চারা গজানোর শক্তি হলো বীজের জীবনীশক্তি।

প্রশ্ন-৪৪. বীজ সংরক্ষণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: বীজ সংরক্ষণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো বীজের গুণগতমান রক্ষা করা এবং যেসব বিষয় বীজকে ক্ষতি করতে পারে সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক হওয়া ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা।

প্রশ্ন-৪৫, বীজ বিপণন কাকে বলে?

উত্তর: বীজ সংগ্রহ, প্যাকেজ করা, বিজ্ঞপ্তি সংরক্ষণ, বিজ্ঞপ্তি, বিক্রি এসব কাজকে বীজ বিপণন বলে।

প্রশ্ন-৪৬, বীজ শুকানো অর্থ কী?

উত্তর: বীজ শুকানো অর্থ হলো বীজ থেকে অতিরিক্ত আর্দ্রতা সরানো বা পরিমিত মাত্রায় আনা।

প্রশ্ন-৪৭. বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতি কাকে বলে?

উত্তর: বীজকে রোগ, পোকা ও অন্যান্য ক্ষতিকারক অবস্থা থেকে রক্ষার জন্য যে সকল প্রক্রিয়াতে সংরক্ষণ করা হয় তাকে বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতি বলে।

প্রশ্ন-৪৮. বীজকে দীর্ঘায়ু করার জন্য কী করা প্রয়োজন?

উত্তর: বীজকে দীর্ঘায়ু করার জন্য বীজকে শুকানো প্রয়োজন।

প্রশ্ন-৪৯, বস্তায় আপেল বীজের গুঁড়া কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর: পোকাকার উপদ্রব থেকে বীজকে রক্ষার জন্য বস্তায় আপেল বীজের গুঁড়া ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন-৫০, মটকা কী?

উত্তর: মটকা হলো গোলাকার মাটি নির্মিত ধান বীজ সংরক্ষণের পাত্র বিশেষ।

প্রশ্ন-৫১, খাদ্য সংরক্ষণ কাকে বলে?

উত্তর: কোনো খাদ্যের গুণগত ও পুষ্টিমান ঠিক রেখে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য খাদ্যকে প্রক্রিয়াজাত করে রেখে দেওয়াকে খাদ্য সংরক্ষণ বলে।

প্রশ্নটি ৫২, আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষে মোট খরচের কত শতাংশ খাদ্য ক্রয়ে ব্যয় হয়?

উত্তর: আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষে মোট খরচের ৬০ শতাংশ খাদ্য ক্রয়ে ব্যয় হয়।

প্রশ্ন-৫৩, খাদ্যের আর্দ্রতার পরিমাণ কত শতাংশের বেশি থাকলে ছত্রাক বা পোকামাকড় জন্মাতে পারে?

উত্তর: খাদ্যে আর্দ্রতার পরিমাণ ১০% এর বেশি থাকলে ছত্রাক বা পোকামাকড় জন্মাতে পারে।

প্রশ্ন-৫৪, কোন রশ্মির প্রভাবে খাদ্যস্থিত কিছু ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়?

উত্তর: অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে খাদ্যস্থিত কিছু ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়।

প্রশ্ন-৫৫. রেন্সিডিটি কী?

উত্তর: রেন্সিডিটি হলো বাতাসের অক্সিজেন দ্বারা খাদ্যস্থিত চর্বির জারণ ক্রিয়া।

প্রশ্ন-৫৬, যে তৈরিতে কোন ধরনের ঘাস উপযোগী?

উত্তর: হে তৈরির জন্য শিম গোত্রীয় ঘাস যেমন- সবুজ খেসারি, মাসকলাই উপযোগী।

প্রশ্ন-৫৭, খাদ্য সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: খাদ্য সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো খাদ্যকে রোগজীবাণু ও পচনের হাত থেকে রক্ষা করা।

প্রশ্ন-৫৮, সাইলোপিট কী?

উত্তর: সাইলেজ তৈরির জন্য সংগৃহীত ঘাস। কেটে যে বায়ু নিরোধক স্থান বা গর্তে রাখা হয় তাই হলো সাইলোপিট।

প্রশ্ন-৫৯, ট্রিম্প মিল কী?

উত্তর: মাছের প্রাণিজাত সম্পূরক খাদ্য উপাদান চিংড়ির গুঁড়াকে ট্রিম্প মিল বলে।

প্রশ্ন-৬০, সুষম সম্পূরক খাদ্য কাকে বলে?

উত্তর: যে সম্পূরক খাদ্যে পুষ্টি উপাদান যথাযথ মাত্রায় রেখে তৈরি করা হয় তাকে সুষম সম্পূরক খাদ্য বলে।

প্রশ্ন-৬১, সম্পূরক খাদ্য কাকে বলে।

উত্তর: প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি মাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য যে অতিরিক্ত খাদ্য দেওয়া হয় তাকে সম্পূরক খাদ্য বলে।

প্রশ্ন-৬২, FCR কী?

উত্তর: FCR হলো খাদ্য প্রয়োগ ও খাদ্য গ্রহণের ফলে জীবের দৈহিক বৃদ্ধির অনুপাত।

প্রশ্ন-৬৩, FCR এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর: FCR এর পূর্ণরূপ Food Conversion Ratio

প্রশ্ন-৬৪, সুষম খাদ্যের সাথে কত শতাংশ ভিটামিন ও খনিজ লবণের মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে?

উত্তর: সুষম খাদ্যের সাথে ০.৫-১% ভিটামিন ও খনিজ লবণের মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে।

প্রশ্ন-৬৫, গ্রাসকার্প ও সরপুঁটি মাছকে কী ধরনের সম্পূরক খাবার দেওয়া হয়?

উত্তর: গ্রাসকার্প ও সরপুঁটি মাছ উদ্ভিদভোজী বলে এদের জন্য ক্ষুদিপানা, কুটিপানা, শাকসবজির নরমপাতা, ঘাস ইত্যাদি কেটে সম্পূরক খাবার হিসেবে দেওয়া হয়।

প্রশ্ন-৬৬, অ্যালজি কী?

উত্তর: অ্যালজি (Algae) হলো এককোষী বা বহুকোষী উদ্ভিদ।

প্রশ্ন-৬৭, অ্যালজির পানি কেন গরম করে খাওয়ানো উচিত নয়?

উত্তর: অ্যালজির পানি গরম করলে অ্যালজির খাদ্যমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন-৬৮, বাজারে তৈরিকৃত আমিষ সম্পূরক খাদ্যের নাম লেখো।

উত্তর: বাজারে তৈরিকৃত আমিষ সম্পূরক হলো প্রোটিন কনসেন্ট্রেট।

প্রশ্ন-৬৯, কাফ স্টার্টার কাকে বলে?

উত্তর: বাছুরের খাবার উপযোগী বিশেষ দানাদার খাদ্য মিশ্রণ যাতে ২০% এর অধিক পরিপাচ্য আমিষ ও ১০% এর কম আঁশযুক্ত খাদ্য থাকে তাকে কাফ স্টার্টার বলে।

প্রশ্ন-৭০, মিল্ক রিপ্লেসার (Milk Replacer) কী?

উত্তর: মিল্ক রিপ্লেসার হলো বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি এক ধরনের তরল পশুখাদ্য যাতে দুধের উপাদান থাকে এবং বাছুরের জন্য দুধের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়।